উগ্র সাম্প্রদায়কতার শিকার স্কুলের শিশু

শিশুদের লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে পারে, সে কোন্ দানব? বিশ্বজুড়ে এই যে এত হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি-- তার মধ্যে কিভাবে বেড়ে উঠবে অবোধ শিশু? এ পৃথিবীকে সযোগ্য করার বদলে আমরা তাদের জন্য কি পরিবেশ সৃষ্টি রছি, সেটা সকলের ভেবে দেখা দরকার। একটি ঘটনায় এসব থা মনে হলো। উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটি এলাকার ভিতর য়ে ক্যাথলিক স্কুলে যাবার অপরাধে স্কুলের মেয়েদের লক্ষ্য করে পট্রোল বোমা ছোড়ে লয়্যালিস্টরা। এতে চার পুলিশ আহত হয়। ত্তর বেলফাস্টের এই গোলযোগপূর্ণ এলাকার স্কুলে যাবার পথে ারি ট্যাঙ্ক ও প্রচুর পুলিশ দেখে স্কুলের বাচ্চাদের মনে কি অনুভূতি গেছিল, সেটা জানি না। স্কুলের বোর্ড বিকল্প পথে, পাশের অন্য কটি স্কুলের ভিতর দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে যাবার জন্য মা-বাবাদের রামর্শ দেয়। কিন্তু কয়েকজন মা-বাবা সেটা মেনে নিতে রাজি ননি। তাঁরা বলেছেন, এটা নীতির প্রশ্ন। তাঁরা আসলে ভাবতে রেননি সত্যি সত্যি লয়্যালিস্টরা শিশুদের লক্ষ্য করে বোমা ড়তে পারে, চার থেকে এগারো বছরের শিশুদের মা-বাবাকে ক্ষ্য করে অকথ্য গালি দিতে পারে এবং বলতে পারে, 'তোমাদের চ্চারা জানোয়ার'। যাঁরা নিষ্পাপ শিশুদের সম্পর্কে এ ধরনের থা বলেছেন, তাঁরা কি বাড়ি ফিরে তাঁদের সন্তানের চোখে চোখ খতে পেরেছেন? নিক্ষিপ্ত পেট্রোল বোমায় বাচ্চাদের কেউ আহত য়নি, কিন্তু বোমাটি মাত্র ১০ মিটার দূরে পড়েছিল এবং সেটা চ্চাদের আতঙ্কিত করতে যথেষ্ট। এক মহিলা জ্ঞান হারান এবং চ্চারা সবাই ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। একটি বাচ্চার মা বলেন, বোমা চার বছরের একটি বাচ্চার গায়ে লাগতে পারত। এটা জের শক্তি বা বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখাবার প্রশ্ন নয়, এটা বাচ্চাদের বনের প্রশ্ন। উত্তর আয়ারল্যান্ডের মন্ত্রী জন রীড তাঁর গ্রীষ্মকালীন ট সংক্ষিপ্ত করে ছুটে আসেন। তিনি একে বর্বরতা বলে বর্ণনা রেন। জন রীড কঠোর ভাষায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, এলাকার ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট বাসিন্দাদের প্রতি লোচনায় বসার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। রিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। প্রোটেস্ট্যান্ট বাসিন্দারা বলেছেন, রা তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়ে যাবেন, ক্যাথলিক বাচ্চাদের তাঁদের লাকার ভিতর দিয়ে স্কুলে যেতে বাধা দিয়ে যাবেন। টেলিভিশনে সব দেখে প্রচুর দর্শক চিঠি লিখেছেন। একজন বলেছেন, এটাই কি ছিল। ব্রিটেনের এবার আয়ারল্যান্ডের ওপর দাবি ছেড়ে দেয়া চিত। অন্য একজন বলেছেন, অন্তত গণভোট নেয়া উচিত। াবার আর এক দর্শক মা-বাবাদের জেদকে এই ঘটনার জন্য য়ী করেছেন। ঐ এলাকায় প্রগ্রেসিভ ইউনিয়নিস্ট পার্টির সংসদ দস্য বিলি হাচিনসন বলেছেন, একজন লয়্যালিস্ট হিসাবে তিনি জ্জিত। এ লজ্জা সবার। দেশে দেশে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা, ান্ধতা আর হিংসার বীজ-ছড়িয়ে চলেছি আমরা। এ গ্লানির ভার থিবী কত দিন সইবে জানি না।

হংরেজা শিক্ষা

ব্রিটিশ নাগরিক হতে হলে ইংরেজী শিখতে হবে। হোম অফিস মিনিস্টার লর্ড রুকার একথা স্বীকার করেছেন যে, সরকার এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। রদারহ্যামের লর্ড নাজির এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন বলেছেন, এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা নরম্যান টেবিটের ক্রিকেট টেস্ট বা ইনোখ পাওয়েলের ভাষণের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে এই বিষয়টা প্রথম উত্থাপন করেন লেবার দলের এমপি এ্যান ক্রায়ার। তাঁর অভিমত হচ্ছে, ইংরেজী না জানা লোকজন এদেশে এসে এদেশের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে, যদিও যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে এর কোন কারণ বোঝা যাবে না। ইংরেজী শেখা না শেখার সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক বের করা সত্যি আপনার-আমার মতো সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কম্ম নয়। ইংরেজী শেখার বিরুদ্ধে নই আমরা। বরং ইংরেজী শিখে মূলধারার সাথে মিশে যেতে পারলে বাংলাদেশ থেকে আগত লোকজনসহ সমস্ত অভিবাসী উপকৃত হবে। হয়ত বাংলাদেশীদের মধ্যে এখন যে লজ্জানক শিক্ষার নিম্ন হার রয়েছে, সেটা বাড়বে, সাফল্য আসবে। সুযোগ বাড়বে। তবে

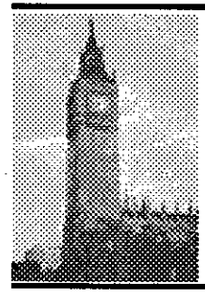

বিলেতের চিঠি

ঊর্মি রহমান

যেভাবে কিংবা যে সুরে বিষয়টা উঠেছে, তাতে বর্ণবাদের আবছা একটা ছায়া রয়েছে। অভিবাসীদের কল্যাণের ব্যাপারে যৌথ পরিষদের হাবিব রহমান বলেছেন, এটা বর্ণ সম্পর্কের এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের ক্ষতি করবে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ নাগরিক হতে ইচ্ছুকদের মোটামুটি ইংরেজী জানতে হবে বলে নাকি নিয়ম আছে, যে নিয়মটা সেভাবে অনুসরণ করা হয় না। একজন যেমন বলেছেন, এই নিয়ম কি ইউরোপ বা অন্য কোন দেশ থেকে আসা শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? হবে না, বলা বাহুল্য। ডবল স্ট্যান্ডার্ড বলে একটা কথা আছে। সেটা ইংরেজদের ক্ষেত্রে খুব খাটে। আমরা তো দূর দেশ থেকে এসেছি, আমাদের গায়ের চামড়া সাদা নয়, স্কটিশ বা ওয়েলশদের সঙ্গেও এদের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার চোখে লাগে। ইংরেজদের যত দম্ভ, সব কিন্তু আমাদের কাছে। ইউরোপের মানুষের কাছে তাদের এসব চলে না। মজার কথা হলো, এর পরে নাকি বিলেতে মাছ-টাছ বিক্রি হবে লাতিন নামে। তার মানে কড, হ্যাডক, স্যামনের লাতিন নাম না জানলে বিপদে পড়তে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে যাতে সাযুজ্য যেন সবাই একই নামে মাছ (হয়ত বা অন্য জিনিসও) চিনতে ও কিনতে পারেন। কোন অসুবিধা যেন না হয়। আমাদের মতো ফ্রান্স বা বেলজিয়ামের দোকানে গিয়ে ওয়েটার বা বিক্রেতা ইংরেজী জানেন কিনা জানার জন্য ভীরু কণ্ঠে "পারলে ভ্যু অঙ্গলে?" প্রশ্ন করে তিনি ইংরেজী জানেন কিনা, সেটা জেনে নেবার দরকার হবে না। সব দেশে যাবার আগে এখন আমরা যেমন (অনেক ইংরেজও) মূল কয়েকটি কথা শিখে নেন, এখন অন্তত ইউরোপের অন্য দেশে আর তার দরকার হবে না। অবশ্য ইংরেজরা এই পরিবর্তন মেনে নেবে কিনা বলা কঠিন। আপনারা কি জানেন, বিলেতে সবে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু এখনও এ দেশের কিছু মানুষ সেটা মেনে নিতে পারছে না। এক বিক্রেতা তো সরাসরি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়ে দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছেন। জনান্তিকে বলে রাখি, আমারও অসুবিধা হয়। আমি দেশ ছাড়ার বেশ পরে সেখানে এটা চালু হয়েছে। এ দেশে এসেও আমি সেই আগের ব্যবস্থাই পেয়েছি। ফলে পাউণ্ডের-মাইলের হিসাব বেশ চলছিল। এখন আমার কিলোগ্রাম, কিলোমিটার শিখতে হবে। অবশ্য এখনও দূরপাল্লার ফলকগুলো মাইলেই লেখা। আমার একটা নির্বুদ্ধিতার গল্প বলি আপনাদের। একবার কলকাতার একটা রান্নার বই পড়ছিলাম। তাতে লেখা 'পাঁচ শ' কুচো চিংড়ি নিন...'। আমার তো আক্কেল গুড় ম, ভাবলাম শুনে শুনে পাঁচ শ'টা কুচো চিংড়ি কেনা কি সহজ কথা? পরে জেনেছি, পাঁচ শ' মানে পাঁচ শ' গ্রাম চিংড়ির কথা বলা হয়েছে। যা হোক, প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা সরে গিয়েছি। তাই না? এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায়, সেটা তো আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল, এখন দেখতে হবে, এই সূর্যকে মলিন করে দিয়ে ইউরোপের কোন প্রান্ত থেকে আরও দীপ্যমান সূর্য ওঠে কিনা। ইউরোপীয় অংশীদারদের কাছে ব্রিটেন ততটা সুবিধা করতে পারছে না। কে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল, রানীর মাথা হারাতে হবে বলে ইউরোতে যোগ দিল না ব্রিটেন। অন্যদিকে ঘরে শান্তি আনার বদলে অনবরত ঝামেলা পাকিয়ে চলেছে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি। ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি বা বিএনপি তো স্পষ্টতই বর্ণবাদী দল। এমনকি টোরি দলও দক্ষিণপন্থী বলে চিহ্নিত। লেবার পার্টির তরফ থেকে এ ধরনের কথা উঠলে তখন সত্যি সত্যি শঙ্কিত হতে হয়। বিএনপির কথায় মনে পড়ল, এই দলের নেতা নিক গ্রিফিনের কথা। এই পরিবারটি একই সাথে দু'টি দলে আস্তানা গেড়েছিল। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে তাদের এখন বিএনপিতেই মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। শুনলাম, নিক গ্রিফিন এবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি কোন কারণে একটি হিন্দু সংগঠনের নেতার সাথে যোগাযোগ করে সুবিধা করতে পারেননি। কারণ তিনি তাতে সাড়া দেননি। এখন নাকি সাউথ হলের শিখদের সাথে যোগাযোগ করেছেন, যাতে মুসলমানদের শায়েস্তা করা যায়। এটা শুনে অবশ্য এশিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা শহীদ মালিক বলেছেন, উনবিংশ শতকের ভারতে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতি কাজ করত, এখানে সেটা করবে না। সেটাই যেন হয়। এসব প্রগতিবিরোধী শক্তিকে প্রশ্রয় দিলে ক্ষতি সবার, সমগ্র সমাজের, সেটা মনে রাখা দরকার।